দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

050

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষায় অপচয়

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক স্রোতধারার সঙ্গে শিক্ষা প্রসঙ্গটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হলে শিক্ষাব্যবস্থা সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল থাকে। শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য না হলে শিক্ষা গ্রহণে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি হয়। আর এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি দুরাশা মাত্র। এ জন্যই সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত নবীন এ দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার একান্তভাবে কাম্য। ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি একেবারেই অসম্ভব। দেশের সকল প্রগতিশীল কর্মের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করা। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে দেশের কর্মে নিয়োজিত হতে পারে সেই প্রগতিশীল শিক্ষার প্রবর্তন প্রয়োজন। অক্ষর জ্ঞানের অভাবে, কারিগরি শিক্ষার অভাবে, সর্বোপরি দেশের সম্পদের অপ্রতুলতায় বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী দেশে নারী পুরুষের অনুপাত একশ' ছয়জন পুরুষের মধ্যে একশত জন স্ত্রীলোক। এখনও শিক্ষার হার প্রায় ত্রিশের কোঠায় সীমাবদ্ধ। যা জাতির জন্য হতাশাজনক। তার পরও যারা এ হতাশাকে কাটিয়ে উঠে শিক্ষার্জনে সক্ষম হয় তাদেরকে মোটামুটি সৌভাগ্যবান বলা চলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনই যখন প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তাদের প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষা লাভে ব্যর্থ হয়। আসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্যে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু সক্ষম প্রার্থীর এক চতুর্থাংশও ভর্তি করতে পারে না।

ফলে, প্রতিবছর উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হতভাগ্য যুবকদের হতাশা জীবন সঙ্গী হয়ে থাকে। কেউবা জীবন ধারণের আশায় কষ্টে কোন কর্মে লেগে যায়। আর যাদের কোন কর্ম জোটে না তারা সমাজের এখানে সেখানে অপকর্মে লিপ্ত হয়। এর ফলে পিতা ও অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে প্রমাদ গোণেন। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিতান্তই অল্প। এ স্বল্পতার কারণেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়। প্রতিবছর এভাবে উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত শিক্ষার্থীগণ অন্ধকারের গভীরে তলিয়ে যায়। ফলে নবীন এ দেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ব্যাহত হয় এবং উচ্চ শিক্ষার ক্রমাবনতিশীলতার জন্যে জাতীয় অগ্রগতি নষ্ট হয়। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাইট শিফট চালুর কথা শোনা যাচ্ছে। এ ব্যবস্থা চালু হলে প্রতিবছরের ভর্তিচ্ছু বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম হবে।

বর্তমানে দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা উচ্চ শিক্ষার পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অনুরূপভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে নৈশ বিভাগ চালু করলে উচ্চ শিক্ষার পথ আরও প্রশস্ত হবে। আমাদের দেশে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি করে থাকেন। এ সকল পড়ুয়া কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ দিনের বেলায় অফিস আদালতে চাকরি করে সময়াভাবে এবং আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষার অব্যবস্থার জন্যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়। এছাড়া যারা হাতে গোণা গোটাকয়েক নৈশ বিভাগ কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পায় সেখানের ওই সরকারী বেসরকারী কলেজগুলোর প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং কলেজের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিটির অযোগ্যতার কারণে কলেজে নিয়মিত বিশৃংখলা লেগে থাকে। ফলে, সেখানে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যাহত হয়। এছাড়া বর্তমানে প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণে ছাত্র তথা শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা লেগেই থাকে। শিক্ষার্থীগণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় যা তারা বুঝতে পারে না। যখন বুঝে তখন আর সময় থাকে না। ফলে শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বেই তাদের শিক্ষা জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অপচয় করে পরীক্ষা পূর্ববর্তী সময়ে এ সকল বিদ্যার্থীগণ দিশেহারা হয়ে নকল করে পরীক্ষা পাস করতে চায়। তাই জাতীয় পর্যায়ে এ সকল অব্যবস্থা রোধের জন্য অতিসত্বর তৎপর হওয়া আবশ্যক।

ইমদাদ উদ্দিন